প্রিয় নবী ﷺ এর মুখে হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মর্যাদা

07-April-2023

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে পানাহারও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ غَداً رَاضِياً ، فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ

www.dawateislami.net

যে ব্যক্তির **আল্লাহ পাকের** সাথে সাক্ষাৎকালে এটা পছন্দ হয় যে **আল্লাহ পাক** তার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন, তবে তার উচিত আমার উপর অধিকহারে দুরুদ শরীফ পাঠ করা। **(কানযুল উম্মাল, ১/২৫৫, হাদীস: ২২২৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে সন্তুষ্ট করার পদ্ধতি

হযরত আল্লামা মুহিবুদ্দীন তাবারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: যার সারমর্ম হচ্ছে; মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর খিলাফতকালে একদিন তিনি বাজারে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, সেখানে এক মহিলাকে দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখে মাওলায়ে কায়েনাত মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তার কাছে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল: আমি একজন ক্রীতদাসী, অমুক দোকান থেকে কয়েক দিরহামের খেজুর

www.dawateislami.net

ক্রয় করেছিলাম কিন্তু আমার মালিকের তা পছন্দ হয়নি বিধায় সে খেজুর ফেরত দিয়েছে, এখন দোকানদার খেজুর ফেরত নিচ্ছেনা, এজন্য আমি চিন্তিত। হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সে খেজুর বিক্রেতার কাছে ঐ মহিলার জন্য সুপারিশ করে বললেন: খেজুর ফেরত দিয়ে এ বেচারীর দিরহাম দিয়ে দিন, সে একজন ক্রীতদাসী, সে নিজের মর্জী মোতাবেক চলতে পারেনা। হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বড়ই বিনয়ী ছিলেন, আজকাল রাজা বাদশাহগণ কোথাও গেলে পুরো প্রোটোকল সহকারে যায়, সিকিউরিটি গার্ড সঙ্গে থাকে, হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُএর সাথে এধরনের নিরাপত্তারক্ষী ও অধিক সংখ্যক সৈন্যবাহিনী ছিলোনা, তিনি একজন সাধারণ মানুষের মত বাজারে তাশরীফ এনেছিলেন, তাই খেজুর বিক্রেতা তাঁকে চিনতে পারেনি। হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন ঐ মহিলার জন্য সুপারিশ করলো তখন দোকানদার হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ধাক্কা দিলো। লোকজন এ দৃশ্য দেখে দোকানদারকে বলল: তুমি কি জানো যাঁকে তুমি ধাক্কা দিয়েছ, তিনি কে? সে বলল: না, আমি জানিনা। তারা বলল: তিনি আমীরুল মুমিনীন হযরত আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم। এখন ঐ ব্যক্তি ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি মহিলাটির কাছ থেকে খেজুর ফেরত নিয়ে দিরহামগুলো ফেরত দিয়ে দিলো এবং হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিনয়ের সাথে আরয করলো: আলীজাহ! আমি চাই আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। মাওলায়ে কায়েনাত, হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: তুমি যদি আমাকে সন্তুষ্ট করতে চাও তবে মানুষের হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করবে!!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসুল! এই শিক্ষণীয় ঘটনা থেকে আমাদের শিখার অনেক মাদানী ফুল রয়েছে। সর্বপ্রথম এটা দেখুন, হযরত আলীউল

www.dawateislami.net

মুরত্বাদা কেমন বিনয়ী ছিলেন, তিনি আমীরুল মুমিনীন, মুসলমানদের খলিফা, তা সত্ত্বেও তিনি সাধারণ মানুষের মতো কোন প্রটৌকল ছাড়াই বাজারে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। এছাড়া এটাও ভেবে দেখুন যে ঐ ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত: তাঁকে ধাক্কা দিয়েছে, এটা অসম্মানজনক আচরণ ছিলো এটার জন্যও তিনি ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি দেননি।

মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর বিনয় ও নম্রতা

سُبۡحَانَ الله! **আল্লাহ** পাক আমাদেরকেও নম্রতা ও বিনয়ের সম্পদ দ্বারা ধন্য করুন। হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে: তিনি তাঁর খেলাফতকালে আমীরুল মুমিনীন হওয়া সত্ত্বেও বাজারে তাশরীফ নিয়ে যেতেন, সেখানে কারো কোন বস্তু পড়ে গেলে তা নিজ হাতে উঠিয়ে দিতেন, কেউ রাস্তা ভূলে গেলে তাকে পথ দেখিয়ে দিতেন, কেউ ভারী মালামাল উঠাতে চাইলে তাকে তা উঠানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করতেন।

হায়! যদি আমরাও বিনয় অবলম্বন করতাম, কোন পদবী অর্জন হলো, বড় কোন পদে অধিষ্টিত হলো, সম্পদশালী হয়ে গেলো এর অর্থ এ নয় যে আমরা অহংকারী হয়ে যাব, গরীবদের দেখে কপাল সংকুচিত করবো, না, না এমনটা কখনো করা যাবেনা, **আল্লাহ পাকের** সৃষ্টি কুলের সেবা করতে হবে, মানুষের উপকারে এগিয়ে আসতে হবে, গরীবদের সাহায্য করতে হবে, আমাদের সমাজে তো লোকেরা নিজের কাজ নিজে করতে লজ্জাবোধ করে, হায়! যদি মাওলায়ে কায়েনাত, মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم এর উসিলায় আমাদেরও বিনয় ও নম্রতার সম্পদ নসিব হতো। **(রিয়াযুন নাদ্বরাহ, ৪র্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৮৭)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মানুষের হক আদায় করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বিতীয় মাদানী ফুল যা এ ঘটনাতে শিক্ষণীয় রয়েছে তা হলো, হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ খেজুর বিক্রেতাকে বললেন: যদি তুমি আমাকে সন্তুষ্টি করতে চাও তবে মানুষের হক আদায় করো।

এর দ্বারা বুঝা গেলো, মানুষের হক আদায় করা বড়ই ফযীলত ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ, আমাদের সবার উচিত মানুষের অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় করা। মাতা-পিতার অধিকার, ভাই-বোনের অধিকার, ইসলাম প্রতিবেশীর অধিকারের কথাও বলেছে, বন্ধু বান্ধবের অধিকারের কথা বলেছে, মহল্লাবাসীর অধিকার, দোকানদারের অধিকার, ক্রেতার অধিকারও রয়েছে, এদের সকলের অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে হবে। اِنْ شَاءَاللهُ الْكَرِيْم!

ইমাম গাযালী ইহয়াউল উলূমের দ্বিতীয় খন্ডে বান্দার হকের ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। সেখান থেকে হকসমূহের বর্ণনা অধ্যায়ন করলে اِنْ شَاءَاللهُ الْكَرِيْم হক সমূহ আদায় করার মানসিকতা সৃষ্টি হবে এছাড়া এ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য জানতে পারবেন।

আল্লাহ পাক আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, তিনি ১৩ই রজবুল মুরাজ্জাব মক্কা মুকাররমায় জন্মগ্রহণ করেন, ১০ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন, তাঁর আম্মাজান তাঁর নাম রাখেন

www.dawateislami.net

হায়দার আর তাঁর আব্বাজান নাম রাখেন আলী, রাসূলে করীম তাঁকে আসাদুল্লাহ উপাধি দ্বারা ধন্য করেন, আসাদুল্লাহ অর্থ হচ্ছে: শেরে খোদা তথা **আল্লাহ পাকের** সিংহ।

হযরত মাওলা আলী মুশকিল কোশা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم ২১শে রমজানুল মুবারক শাহাদতের সুধা পান করেন।

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শান ও মহত্ব সম্পর্কে কিছু হাদীসে পাক শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি:

(হাদীস নং- ১) আমি যার মাওলা, আলী তার মাওলা

বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা (আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী হায়াতে মুবারাকার সর্বশেষ হজ্ব, সেটাকে হাজ্জাতুল বিদা বা বিদায় হজ্ব বলা হয়) এ সময় প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হজ্ব আদায় করার পর মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন, পথে একটি স্থান রয়েছে যার নাম হচ্ছে গদীরে খোম। হযরত বারা বিন আযিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: গদীরে খোম নামক স্থানে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অবস্থান করেন, একটি গাছের ছায়ায় তাঁর জন্য জায়গা পরিষ্কার করা হলো, সেখানে তিনি যোহরের নামায আদায় করলেন, নামাযের পর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামগণকে عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সম্বোধন করে ইরশাদ করেন: اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّیْ اَوْلٰی بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ (হে আমার সাহাবীগণ!) তোমরা কি জানো না যে, আমি মুসলমানদের তাদের প্রাণের চেয়েও বেশি মালিক। সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: بَلٰی অর্থাৎ কেন নয় (ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিশ্চয় আপনি আমাদের প্রাণের চেয়েও অধিক মালিক) রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবারো ইরশাদ করলেন:

www.dawateislami.net

اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّیْ اَوْلٰی بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ اَنْفُسِهِمْ তোমরা কি জানো না আমি প্রত্যেক মুসলমানের প্রাণের চেয়েও অধিক মালিক? সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবারও আরয করলেন: بَلٰی কেন নয় (ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি আমাদের প্রত্যেকের প্রাণের চেয়ে অধিক মালিক) এবার রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাসানাইনে করীমাইন তথা হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন এর সম্মাণিত পিতা মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর হাত নিজের হাত মোবারকে নিয়ে নিলেন আর ইরশাদ করলেন: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা। অতঃপর তিনি দোয়া করলেন: اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ **হে আল্লাহ পাক!** যে আলীকে ভালবাসবে তুমিও তাকে ভালবাসো আর যে আলীর সাথে শত্রুতা রাখবে তুমিও তার সাথে শত্রুতা রাখো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

سُبْحَانَ الله! سُبْحَانَ الله!! হে আশিকানে রাসূল! এ হাদীসে পাকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুস্পষ্ট ইরশাদ করলেন: হযরত আলী সকল মুসলমানের মাওলা। হাকীমূল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এখানে وَلِی (তথা مَوْلٰی) এর অর্থ খলিফা তথা প্রতিনিধি নয় বরং এর অর্থ হচ্ছে: বন্ধু কিংবা সাহায্যকারী। অর্থাৎ প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর সারমর্ম হচ্ছে: আমি যার মাহবুব ও সাহায্যকারী, আলীও তার প্রিয়পাত্র ও সাহায্যকারী।

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এখান থেকে এটাও জানা গেলো যে ইয়া আলী মদদ বলা জায়িজ কেননা আমাদের প্রিয় নবী

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুসলমানের মাওলা (অর্থাৎ প্রিয়পাত্র ও সাহায্যকারী)। সুতরাং হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও কিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রত্যেক মুসলমানের প্রিয়পাত্র ও সাহায্যকারী, যখন তিনি আমাদের সাহায্যকারী তবে তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া কিভাবে না জায়িজ হতে পারে? সুতরাং কোন বিপদাপদ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ দুর্দশা আসে তখন ইয়া আলী মদদ বলে আহ্বান করুন! اِنْ شَاءَالله الْكَرِيْم! মাওলা আলী মুশকিল কোশা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অবশ্যই দয়া করবেন ও সাহায্য করবেন। اِنْ شَاءَالله الْكَرِيْم

নাদে আলী এর বিভিন্ন বরকত

শাহ মুহাম্মদ গাউস গোয়ালিয়ারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর রচিত একটি কিতাব রয়েছে যার নাম হচ্ছে: জাওয়াহেরে খামছা। এ কিতাবে ওযীফা সমূহ লিখা হয়েছে, অনেক প্রসিদ্ধ কিতাব, বড় বড় ওলামায়ে কিরাম, আউলিয়ায়ে কিরাম এমনকি পাক ভারতের অনেক বড় মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ কিতাবে লিখিত ওযীফা সমূহের অনুমতি দিয়েছেন, সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও এই কিতাবের প্রশংসা করেছেন। উক্ত কিতাবে নাদে আলী পাঠ করার প্রতিও উৎসাহ দেয়া হয়েছে। নাদে আলী হচ্ছে এটা-

نَادِ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدْهُ عَوْنًا لَّكَ فِي النَّوَائِبِ كُلُّ هَمٍّ وَّغَمٍّ

سَيَنْجَلِيْ بِنُبُوَّتِكَ يَا مُحَمَّدُ بِوَلَايَتِكَ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ

অনুবাদ: হযরত আলী কে আহ্বান করো যিনি আশ্চর্য বিষয়ের প্রকাশস্থল, তাঁকে সকল বিপদাপদে নিজের সাহায্যকারী হিসেবে পাবে, প্রতিটি দুঃখ ও বেদনা দূর হয়ে যাবে আপনার নবুয়তের উসিলায় ইয়া

www.dawateislami.net

রাসুলাল্লাহ, আপনার বেলায়তের দউসিলায় ইয়া আলী! ইয়া আলী!! ইয়া আলী!!!

উলামায়ে কিরাম লিখেছেন: যে কোন সমস্যার সম্মুখিন হয়, দুশ্চিন্তা, অসুস্থতা, দুঃখ, কষ্ট আসে, বড় কোন মকসদ তথা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সে যেন নাদে আলী পাঠ করে, اِنْ شَاءَالله الْكَرِيْم এর বরকতে তার পেরেশানী, দুঃখ, কষ্ট দুর হয়ে যাবে, বিপদাপদ দুর হয়ে যাবে এবং উদ্দেশ্য পূরণ হবে। **(জাওহেরে খামসাহ, অনুদিত, পৃষ্ঠা ২৮২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(হাদীস নং- ২) হযরত আলী কে দেখা ইবাদত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ পাকের** সর্বশেষ নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلنَّظْرُ اِلٰى وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ আলীর চেহারার দিকে তাকানো ইবাদত।

(মুস্তাদরাক, ৪/১১৮, হাদীস: ৪৭৩৭)

سُبْحَانَ الله! কত বড়ই শান ও মর্যাদা। উলামায়ে কিরাম বলেন: এটা হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বিশেষ মর্যাদা। **(মুস্তাদরাক, ৪/১১৮, হাদীস: ৪৭৩৭)**

হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বরকতময় আমল

মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পবিত্র অভ্যাস ছিলো; তিনি হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। একদিন তাঁর শাহজাদী উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا আরয করলেন: আব্বাজান! আমি লক্ষ্য করছি, যখনই আপনি হযরত আলী দেখেন তখনই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, এর

www.dawateislami.net

কারণ কি? হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: হে আমার কন্যা! আমি **আল্লাহ পাকের** সর্বশেষ নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: নিশ্চয় আলীর চেহারার দিকে তাকানো ইবাদত।

(আল মাজালিসাহ, ২৬তম অংশ, ৩/২৬৯, হাদীস: ৩৫৬৯)

এখন এধরনের ইবাদত (হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে দেখা ইবাদত এটা তো) সাহাবায়ে কিরাম করেছেন অথবা সৌভাগ্যবান তাবেঈনদের নসিব হয়েছে, আমাদের ভাগ্যে এ সৌভাগ্য কিভাবে সম্ভব...! হায়! যদি হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দয়া করতেন স্বপ্নযোগে হলেও তাশরীফ নিয়ে আসতেন আর আমরা গুনাহগারদেরকে দীদারের সুধা পান করা নসিব হয়ে যেতো।

(হাদীস নং- ৩) আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ভালোবাসা ঈমানের নিদর্শন

মুসলিম শরীফের একটি হাদীস শরীফ আর বর্ণনাকারী হচ্ছেন স্বয়ং আলীউল মুরত্বাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তিনি বলেন: ঐ সত্তার শপথ! যিনি বীজকে বৃক্ষে পরিণত করেন, ঐ সত্তার শপথ! যিনি আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন, নি:সন্দেহে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, اَنْ لَّا يُحِبَّنِیْ اِلَّا مُؤْمِن وَاَنْ لَّا يُبْغِضُنِیْ اِلَّا مُنَافِق অর্থাৎ আমাকে মুমিনরাই ভালবাসবে আর মুনাফিকরা আমার সাথে অন্তরে শত্রুতা রাখবে।

(মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ঈমান, ৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৮)

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এ হাদীসে পাক থেকে বুঝা গেলো, হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ভালোবাসা ঈমানের নিদর্শন এবং হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শত্রুতা পোষণ করা **আল্লাহ পাকের** পানাহ!

www.dawateislami.net

মুনাফিকের লক্ষণ। আল্লামা ইবনে হাজর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মাঝে এ পদ্ধতি প্রচলিত ছিলো; কারো ঈমান ও মুনাফিকী যাচাই করার প্রয়োজন হতো তবে আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি ভালোবাসা ও শত্রুতার দ্বারাই যাচাই করতেন, যার মাঝে হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি বিদ্বেষ দেখতেন তখন তারা বুঝে নিতেন; সে মুনাফিক।

سُبْحَانَ الله! **আল্লাহ পাক** আমাদেরকেও মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা দান করুন, আমাদের বক্ষকে আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ভালোবাসার খনী বানিয়ে দিন। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কেবল সত্যিকারের ভালোবাসাই হলো প্রকৃত ভালোবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে একটা বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে, আর তা হচ্ছে হযরত আলীউল মুরত্বাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি সর্বপ্রকার ভালোবাসা নাজাত তথা মুক্তিদানকারী নয়, আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি কিছু ভালোবাসা এমনও রয়েছে: যা মুক্তির পরিবর্তে ধ্বংসকারী হয়ে থাকে, যেমন হাদীসে পাকে রয়েছে আর এ হাদীসে পাকের বর্ণনাকারী হচ্ছে স্বয়ং মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ**ই**, তিনি বলেন: একদিন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ডেকে ইরশাদ করলেন: হে আলী! তোমার মধ্যে (**আল্লাহ পাকের** নবী হযরত) ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সামঞ্জস্য রয়েছে (আর তা এভাবে যে) হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি ইহুদীরা বিদ্বেষ রাখত, এমনকি তাঁর আম্মাজান (হযরত মরিয়ম عَلَيْهَا السَّلَام) এর উপর অপবাদ দিয়েছিল, পক্ষান্তরে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি খ্রীষ্টানদের ভালোবাসা রয়েছে, আর এ ভালোবাসা তাদেরকে এমন পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে যা তাঁর মধ্যে ছিলনা।

www.dawateislami.net

এ হাদীসে পাক বর্ণনা করার পর শেরে খোদা হযরত আলীউল মুরত্বাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইরশাদ করেন: হে লোকেরা!...শুনে নাও! আমার ব্যাপারেও দু'ধরনের মানুষ ধ্বংস হবে: আমার ভালোবাসায় ইফরাত তথা সীমালংঘনকারী হবে, আমার এমন গুণাবলী বৃদ্ধি করবে যা আমার মাঝে নেই এবং আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের বিদ্বেষ আমার প্রতি অপবাদ দেয়ার প্রতি উৎসাহিত করবে।

প্রসিদ্ধ তাফসীরকারক, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ হাদীসে পাকের টীকায় লিখেন: আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ভালোবাসা ঈমানের মূল। তবে হ্যাঁ! ভালোবাসায় সীমালংঘন করা মন্দ কাজ কিন্তু আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি বিদ্বেষ প্রকৃতপক্ষে হারাম বরং কখনো কুফরীর পর্যায়ে চলে যায়।

হে আশিকানে রাসূল! বুঝা গেলো, হযরত আলীউল মুরত্বাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি এমন ভালোবাসা যা ভালোবাসা পোষণকারীকে শরীয়তের সীমা ভঙ্গ করে দেয়, এ ভালোবাসা মুক্তিদানকারী নয়, এ ভালোবাসা ঈমানের নিদর্শনও নয় বরং এটা ধ্বংসে নিক্ষেপকারী ভালোবাসা। অবশ্য! হযরত আলীউল মুরত্বাদা, শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি ভালোবাসা যদি শরীয়তকে মান্য করে করা হয় তবে এটাই প্রকৃত ভালোবাসা, এটাই মুক্তিদানকারী এবং এটাই এমন ভালোবাসা, যাকে ঈমানের নিদর্শন বলা হয়েছে। এখন মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে, হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা কোনটি? সেটার পরিচয় কি? এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামগণ হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি ভালোবাসার কিছু দাবী ও নিদর্শন লিখেছেন, এর মধ্যে দু'টি হচ্ছে:

www.dawateislami.net

আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি ভালোবাসার প্রথম দাবী (১)

আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি ভালোবাসার প্রথম দাবী কিংবা প্রথম নিদর্শন হচ্ছে, হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ভালোবাসার পাশাপাশি তাঁর বন্ধু তথা সাহাবায়ে কিরাম এর ভালোবাসাও অন্তরে থাকতে হবে, যে ব্যক্তি আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ভালোবাসার দাবী করবে আর সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে গালিগালাজ বরবে, এমন লোক হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রকৃত প্রেমিক হতে পারেনা। দেখুন! হযরত আলীউল মুরত্বাদা, শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ স্বয়ং বলেন: রাসূলে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর সর্বোত্তম হচ্ছেন, আবু বকর ও ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا, এরপর বলেন: لَا يَجْتَمِعُ حُبِّیْ وَبُغْضُ اَبِیْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ فِیْ قَلْبِ مُؤْمِنٍ আমার ভালোবাসা এবং আবু বকর ও ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর বিদ্বেষ কোন মুমিনের অন্তরে একত্রিত হতে পারেনা।

বুঝা গেলো; যে ব্যক্তি হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ভালোবাসার দাবী করে কিন্তু হযরত আবু বকর ও ওমর কে ভালো-মন্দ বলে, তার ভালোবাসা সত্যিকার ভালোবাসা নয় বরং সে ভালোবাসার দাবীতে মিথ্যুক।

কখনো পিপাসার্থ না হওয়ার বিরল রহস্য

হযরত আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ মুহতাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হজ্ব করার সৌভাগ্য অর্জন করছিলাম। হেরম শরীফে এক ব্যক্তির ব্যাপারে জানতে পারলাম: সে কখনো পানি পান করেনা! আমি বড়ই আশ্চর্য হলাম, তার সাথে সাক্ষাৎ করে কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল: আমি হিল্লার অধিবাসী, একরাতে আমি স্বপ্নে কিয়ামতের ভয়ানক দৃশ্য দেখলাম,

www.dawateislami.net

নিজেকে তীব্র পিপাসায় কাতর অবস্থায় পেলাম এবং যেকোনভাবে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় হাউযের পাশে পৌঁছলাম, সেখানে হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত ওমর ফারুকে আযম, হযরত উসমান গনী এবং হযরত মাওলা আলী, শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ কে উপস্থিত পেলাম এবং তাঁরা মানুষকে পানি পান করাচ্ছিলেন। আমি মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে গেলাম কেননা আমি এতে গর্ববোধ করতাম: আমি তাঁকে অনেক ভালোবাসি এবং তিনজন খলিফার মধ্যে তিনি সর্বোত্তম, কিন্তু এটা কি হয়ে গেলো! তিনি আমার দিক থেকে মূখ ফিরিয়ে নিলেন! যেহেতু পিপাসা তীব্র ছিল, তাই পরপর তিনজন খলিফার কাছেও গেলাম, প্রত্যেকেই আমার দিক থেকে মূখ ফিরিয়ে নিলেন। ইতিমধ্যে আমার দৃষ্টি রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর পড়লো, তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আমাকে পানি পান করাইনি বরং মূখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ইরশাদ করলেন: তিনি তোমাকে পানি কিভাবে পান করাবেন! তুমি তো আমার সাহাবাগণের প্রতি বিদ্বেষ রাখ! এটা শুনে আমি আমার আকিদা ভ্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলাম আর খুব অনুতপ্ত হয়ে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় হাতে সত্য অন্তরে তাওবা করলাম, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে এক পেয়ালা পানি দান করলেন, আমি তা পান করে নিলাম, অতঃপর আমার চোখ খুলে গেল। যখন থেকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র হাত থেকে পানি পান করেছি, তখন থেকে আজ অবধি পিপাসার্ত হয়নি। এ স্বপ্ন দেখার পর আমি আমার পরিবার পরিজনকে তাওবা করার প্রতি উৎসাহিত করি তাদের মধ্যে যারা তাওবা করে মসলকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত কবুল

www.dawateislami.net

করেছে আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রেখেছি, অন্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বর্ণনা থেকে জানা গেলো, সত্যিকার মুসলমানের পরিচয় হচ্ছে, তারা সকল সাহাবায়ে কিরাম এর শান ও মাহাত্ম্যকে অন্তরে ধারন করে। যদি কোন ব্যক্তি কতিপয় সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর প্রতি ভালোবাসা আর কতিপয় সাহাবায়ে কিরামের প্রতি বিদ্বেষ রাখে তবে তারা বিরাট ভূলের মধ্যে রয়েছে। **আল্লাহ** পাক আমাদেরকে সকল সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বায়তের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা ও ভক্তি দান করুন। এর উপর অবিচলতা দান করুন এবং এই ভক্তি ভালোবাসায় সিক্ত অবস্থায় সবুজ গম্বুজের ছায়ায়, মাহবুবে খোদা এর জলওয়াতে শাহাদত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন ও জান্নাতুল ফিরদাউসে তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং তাঁর প্রিয়ভাজনদের প্রতিবেশীত্ব দান করুন। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নামাজের সময় নির্ণয়ক বিভাগ:

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামী নেকীর দাওয়াত প্রসার ও সুন্নাতের সাড়া জাগানোর লক্ষ্যে ৮০ টিরও বেশি বিভাগে কাজ করে যাচ্ছে। তন্মধ্যে একটি বিভাগ হলো "নামাজের সময়সুচী নির্ণয়ক বিভাগ"। যা সময় নির্ণয়ক বিদ্যার মাধ্যমে, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং কিবলার দিক সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه নামাজের সময়সূচী নির্ণয়ক বিভাগ এ পর্যন্ত কেবল সময় নির্ণয়ক বিজ্ঞানের নীতিমালা অনুযায়ী অসংখ্য শহরের নামাজের সময়সূচীর চিত্র তৈরী করেনি বরং এক্ষেত্রে আরও একধাপ এগিয়ে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর একটি প্রিয়

www.dawateislami.net

বিভাগ আইটি ডিপার্টমেন্ট এর সহযোগিতায় একটি Preyer Times নামক এপ্লিকেশনও চালু করেছে। যা মোবাইল ইত্যাদিতে নামাজের সময় সনাক্ত করতে খুবই কার্যকর। যেমন কম্পিউটার (ডেস্কটপ এপ্লিকেশনের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রায় ২৭ লক্ষ স্থান এবং মোবাইলের মাধ্যমে প্রায় ১০ হাজার স্থানের সহজেই নামাজের সঠিক সময় ও কিবলার দিক নির্ণয় করা যাবে।

নামাজের সময়সুচী সংক্রান্ত যে কোন সমস্য কিংবা পরামর্শ থাকলে এ বিভাগের সদস্য ও দায়িত্বশীলদের সাথে আন্তর্জাতিক মারকায, ফয়যানে মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচীতে ফোন কিংবা ইমেইলের এড্রেস (prayer@dawateislami.net) এর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবেন।

(২) আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ভালোবাসার দ্বিতীয় দাবী

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত আলীউল মুরত্বাদা, শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সত্যিকার ভলোবাসার একটি নিদর্শন হলো; আমল করার ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করবে, বিরোধিতা করবেনা।

এর অর্থ হচ্ছে: যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে সে তাঁর আচার আচরণের অনুসরণ করে তাই যারা হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ভালোবাসে সে কেবল ভালোবাসার দাবীই করবেনা বরং তাঁর কাজ কর্মে ও বাচনভঙ্গীতে হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর অনুসরণ করবে। যেমন হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অতুলনীয় আলিমে দ্বীন ছিলেন, সুতরাং আমাদেরও উচিত ইলমে দ্বীন অর্জন করা, শাওয়ালুল মুকাররমে জামেয়াতুল মদীনাতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হচ্ছে, জামেয়াতুল মদীনাতে ভর্তি হোন, আলিম কোর্স সম্পন্ন

www.dawateislami.net

করুন, আলিম হোন, মুফতী হোন, এছাড়া দাওয়াতে ইসলামীর অধিনে বিভিন্ন ধরনের শর্ট কোর্স করানো হয়, যেমন ফয়যানে ফরজ উলূম কোর্স, ফয়যানে নামায কোর্স, আমল সংশোধন কোর্স, ফয়যান অনলাইন একাডেমীতে অনেকগুলো কোর্স অনলাইনে করানো হয়, তাতে ভর্তি হয়ে যান, সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারাতে অংশগ্রহণ করুন, সাপ্তাহিক রিসালা পাঠ করুন, তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ফয়যানে সুন্নাত, ফয়যানে নামাজ ইত্যাদি ক্রয় করে পাঠ করুন, দাওয়াতে ইসলামীর আইটি ডিপার্টমেন্ট নামে মোবাইল এপ্লিকেশন তৈরী করেছে, এতে মাকতাবাতুল মদীনা কতৃক প্রকাশিত প্রায় সকল কিতাব রয়েছে, নিজের মোবাইলে এই এপ্লিকেশন ইনস্টল করে বিনামূল্যে বই ডাউনলোড করে পাঠ করুন, অগণিত জ্ঞান অর্জিত হবে।

হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দ্বীনের সহায়তার ক্ষেত্রে দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী ছিলেন, সুতরাং আলী এর প্রেমিকদেরও উচিত দ্বীনের খুব বেশি খিদমত করা, নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানো, মন্দ কাজে বাধা প্রদান করুন, দ্বীনের খিদমতের জন্য সাহসী ভূমিকা রাখুন ও অগ্রসর হয়ে দ্বীন ইসলামের খিদমত করতে থাকুন।

হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রজ্ঞাময় কথাবার্তা বলতেন, আমাদেরও উচিত অহেতুক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকা, উত্তম চিন্তা করা, উত্তম কথা বলা। হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ রাতের অন্ধকারে ইবাদত করতে পছন্দ করতেন আমাদেরও উচিত অধিকহারে **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা, ফরজ ও ওয়াজিব সমূহ আদায় করার পাশাপাশি রাতে উঠে একাকী খুব বেশি পরিমাণে ইবাদতের স্বাদ গ্রহণ করা। হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **আল্লাহ পাকের** দরবারে কান্নাকাটি করতেন, আসুন আমরাও খোদাভীতি অবলম্বন করি,

www.dawateislami.net

কখনো জাহান্নামের শাস্তির কথা কল্পনা করি, বিভিন্ন আযাবের আলোচনা অধ্যয়ন করি, কখনো কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে পরকালের চিন্তা করি এবং **আল্লাহ পাকের** ভয়ে অশ্রু বিসর্জন করি।হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করতেন, সালামে অগ্রগামী হতেন, পরহেজগারদের সম্মান করতেন এবং গরীব মিসকীনদের ভালোবাসতেন, আমাদেরও উচিত প্রতিদিন নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করা, শায়খে ত্বরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত নেককার হওয়ার সর্বোত্তম ব্যবস্থাপত্র অর্থাৎ নেক আমল পুস্তিকা দান করেছেন, সৌভাগ্যের বিষয় হবে! এই পুস্তিকা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করা, অথবা Naik Amaal নামক মোবাইল এপ্লিকেশন ইনস্টল করে সেটা অনুযায়ী নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ অভ্যাস গড়ে তোলা। গরীবদের ভালোবাসুন, ওলামায়ে কিরাম ও নেককার লোকদের সম্মান করুন।

হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পবিত্র জীবনের এসব উত্তম গুণাবলীর অনুসরণ করলে اِنْ شَاءَاللهُ الْكَرِيْم মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ভালোবাসাও নসিব হবে, তা আরো বৃদ্ধি পেয়ে **আল্লাহ পাকের** দয়া ও মেহেরবানীতে নাজাতের উসিলা হয়ে যেত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৩৪ নং নেক আমলের উৎসাহ প্রদান:

হে আশিকানে রাসূল! নিজের জীবনকে উদ্দেশ্যপূর্ণ করতে, খোদাভীতি ও ইশ্‌কে রাসূল অর্জন করতে, ভালো কাজ করা ও ঈমান হিফাজতের চিন্তাধারা সৃষ্টি করার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলী

www.dawateislami.net

হালকার ১২ দ্বীনি কাজে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করুন! দ্বীন দুনিয়ার অনেক বরকত নসীব হবে। ৭২টি নেক আমলের উপর আমল করুন, শায়খে ত্বরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত এর প্রদানকৃত ৭২টি নেক আমল থেকে ৩৪নং নেক আমল হচ্ছে: আজ আপনি আওয়াবিন কিংব ইশরাক, চাশতের নফল নামাজ আদায় করেছেন? এ নেক আমলের উপর আমল করার বরকতে আমাদের ফরজ নামাজের পাশাপাশি অন্যান্য নফল নামাজ নিয়মিত আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন হবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানকে সমাপ্ত করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু দৈনন্দিন জীবন যাপনের আদব তথা আচার আচরণ পদ্ধতি বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসলো সে (মূলত) আমাকে আমাকে ভালোবাসলো আর যে আমাকে ভালোবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।

সৈয়দগণের সম্মান প্রদর্শনের মাদানী ফুল:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! সৈয়দ বংশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন। (১) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইত থেকে কারো সাথে উত্তম আচরণ করবে, আমি কিয়ামতের দিন সেটার প্রতিদান তাকে দান করব। **(জামে সগীর, ৫৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৮২১)** (২) আরো ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্য থেকে কারো সাথে দুনিয়াতে উত্তম আচরণ করবে, যখন সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেটার প্রতিদান দেয়া আমার

www.dawateislami.net

জন্য আবশ্যক। **(তারীখে বাগদাদ, ১০/১০২, হাদীস: ৫২২১)** ✲ সৈয়দগণের সম্মান করা ফরজ, তাঁদের অসম্মান করা হারাম। **(কুফরী কালিমাত কে বারে সাওয়াল জাওয়াব, ২৭৭ পৃষ্ঠা)** ✲ সৈয়দগণের সম্মান করার মৌলিক কারণ হচ্ছে, তাঁরা রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দেহের টুকরো। **(সাদাতে কিরাম কী আযমত, ৭ পৃষ্ঠা)** ✲ **আল্লাহ পাকের** রহমত হয়ে আগমণকারী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইজ্জত ও সম্মান করার মধ্যে এটাও একটা রয়েছে: ঐ সমস্ত বিষয় যা প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পৃক্ত ঐসব কিছুকে সম্মান করা।

(আশ শিফা, আল বাবুস সালিস ফী তা'যীমী আমরিহী, ২ পৃষ্ঠা, ২য় খন্ড)

ঘোষণা

সৈয়দগণের সম্মানের অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়তী হালকাতে বয়ান করা হবে, সুতরাং তা জানার জন্য তারবিয়তী হালকাতে অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

www.dawateislami.net

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

www.dawateislami.net